আলমডাঙ্গায় শিশু ধর্ষণের অভিযোগে একজন আটক

আলমডাঙ্গার বাঁশবাড়িয়া গ্রামে প্রাথমিক বিদ্যালয়ের এক শিশুকে ধর্ষণের অভিযোগে সোহেল নামের একজনকে গ্রেফতার করেছে পুলিশ।

গতকাল শনিবার সন্ধ্যায় তাকে গ্রেফতার করা হয়। সোহেল আলমডাঙ্গার বাঁশবাড়িয়া গ্রামের মৃত মওলা বক্সের ছেলে।

জানা গেছে, শিশুটি গত ৪ নভেম্বর (বুধবার) বিকেলে প্রতিবেশীর বাড়ি থেকে নিজের বাড়ি ফিরছিল। এ সময় সোহেল তাকে চকলেটের লোভ দেখিয়ে পাশের পান বোরজে নিয়ে গিয়ে ধর্ষন করে। শিশুটি বাড়িতে গিয়ে অসুস্থবোধ করলে পরিবারের লোকজনের সন্দেহ হয় এবং মেয়েটির সাথে জানতে পারে সোহেল নামের লোকটি তার সাথে খারাপ কিছু করেছে।

এরপর তারা শনিবার সকালে মেয়েটিকে চুয়াডাঙ্গা সদর হাসপাতালে নিয়ে ভর্তি করে। দুপুরে মেয়েটির চাচা বাদি হয়ে থানায় মামলা দায়ের করেন।

পুলিশ সন্ধ্যায় অভিযান চালিয়ে বাঁশবাড়িয়া গ্রাম থেকে সোহেলকে গ্রেফতার করে ।

আলমডাঙ্গা থানার অফিসার ইনচার্জ আলমগীর কবীর ঘটনার সত্যতা স্বীকার করে বলেছেন, পুলিশ সন্ধ্যায় অভিযান চালিয়ে বাঁশবাড়িয়া গ্রাম থেকে সোহেলকে গ্রেফতার করে ।

আলমডাঙ্গায় ১৪ বছরের কিশোরীকে ধর্ষন, থানায় মামলা

আলমডাঙ্গা পৌরসভার নওদাবন্ডবিল গ্রামে ১৪ বছর বয়সি এক কিশোরী ধর্ষনের শিকার হয়েছে।
সোমবার দিনগত রাতে প্রতিবেশী টিক্কা কিশোরীকে তার ঘরে নিয়ে

গিয়ে ধর্ষন করে। এ ব্যাপারে থানায় ধর্ষনের মামলা দায়ের হয়েছে। ধর্ষক টিক্কাকে গ্রেফতার করা যায়নি।

এজাহার সূত্রে জাান গেছে, আলমডাঙ্গা পৌরসভার নওদাবন্ডবিল গ্রামের অষ্টম শ্রেনীতে পড়ুয়া মেয়ে রাতে বাথরুমে যেতে ঘরের বাইরে আসে। এ সময় প্রতিবেশী মিজানুর রহমানের ছেলে কামরুজ্জামান টিক্কা মেয়েটিকে মুখ চেপে ধরে তার ফাঁকা ঘরে নিয়ে যায়। এরপর সেখানে তাকে ধর্ষন শেষে মুখ না খুলতে হুমকি দেয়। এরপর মেয়েটি বাড়িতে এসে ওই রাতেই তার বাবা-মাকে ঘটনা খুলে বলে।

মেয়েটির বাবা-মা রাতে ঘটনা থানায় জানালে পুলিশ ধর্ষক টিক্কাকে আটক করতে অভিযানে নামে। তার আগেই টিক্কা ঘর ছেড়ে পালিয়ে যায়। এ সময় পুলিশ ধর্ষিতাকে থানা হেফাজতে নিয়ে নেয়। সকালে মেয়েটির ডাক্তারী পরীক্ষার জন্য চুয়াডাঙ্গা সদর হাসপাতালে নেওয়া হয়। ম্যাজিস্ট্রেটের কাছে মেয়েটির জবানবন্দীও নেওয়া হয়।

প্রতিবেশী সূত্রে জানা গেছে, টিক্কা ক‘বছর আগে প্রথম বিয়ে করে সংসার পেতেছিল। কিন্ত সেই বিয়ে বেশীদিন টিকেনি। পরে সে আবার বিয়ে করে। দ্বিতীয় স্ত্রীর সাথেও টিক্কার ছাড়াছাড়ি হয়ে যায়। এরপর থেকে সে প্রতিবেশী ওই কিশোরীর দিকে কুনজর দিতে থাকে। প্রতিবেশী হিসেবে তাদের মধ্যে কথাবার্তাও হত বলে জানা গেছে।

মামলার তদন্তকারী কর্মকর্তা থানার এসআই সুলতানুল ইসলাম জানান, মেয়েটির ডাক্তারী পরীক্ষা সম্পন্ন হয়েছে। থানায় ধর্ষনের এজাহার দায়ের হয়েছে। আসামী ধর্ষক টিক্কাকে গ্রেফতার করতে জোর চেষ্টা চলছে।

জীবননগরে ধর্ষণের শিকার কিশোরীর জোরপূর্বক গর্ভপাত

জীবননগরে এক কিশোরীকে জোর পূর্বক ধর্ষণের পর ৬ মাসের গর্ভবতী হয়ে পড়ে। কিশোরীর মামাতো ভাই আলামিন কর্তৃক এ ধর্ষণের অভিযোগ তোলেন স্থানীয়রা। কিশোরীর স্বাজনরা জোর করে গ্রাম্য ডাক্তারের

কাছে নিয়ে ওষুধ খাইয়ে গর্ভপাত ঘটায়। শনিবার দুপুরে পুলিশ ভূমিষ্ঠ হওয়া মৃত ছেলে নবজাতকটি কে উদ্ধার করে ময়না তদন্তের জন্য চুয়াডাঙ্গা সদর হাসপাতাল মর্গে প্রেরণ করা হয়েছে।

জীবননগর উপজেলার সীমান্ত ইউনিয়ানের গোয়ালপাড়া গ্রামের এক কিশোরী (১৭) বেশ কয়েক বছর ধরে কুষ্টিয়া সদর উপজেলার মিনাপাড়ার দিপুর বাড়িতে গৃহকর্মী হিসাবে কাজ করে। কিশোরীর বাবা মারা যাওয়ার পর মা ও তিন বোন মামার বাড়িতে থাকতো। গত রোজার ঈদে কিশোরী ঈদে বেড়াতে আসে মায়ের কাছে।

এ সময় মামাতো ভাই আলামিন ঈদের পরের দিন রাতে জোর পূর্বক তাকে বাড়ির পাশে একটি বাগানে তুলে নিয়ে যায়। সেখানে ইচ্ছার বিরুদ্ধে ধর্ষণ করে কিশোরীকে। কয়েক দিন রাতে কিশোরীকে ঘরে একা পেয়ে আলামিন ধর্ষণ করে বলে অভিযোগ করে স্থানীয়রা।

কিশোরী কুষ্টিয়ায় অসুস্থ্য হয়ে পড়লে তার মা বৃহস্পতিবার সন্ধায় গ্রামে নিয়ে আসেন। পরে গ্রাম্য ডাক্তার সামসুল হুদার কাছে নিলে গর্ভপাতের জন্য ওষুধ খাইয়ে দেয়। শুক্রবার রাতে কিশোরী বাড়িতে গর্ভপাত হলে স্থানীয়রা বিষয়টি জানতে পারে। ভূমিষ্ঠ হওয়া মৃত নবজাতকটি কে পরিবারের সদস্যরা সরিয়ে ফেলতে চাইলে স্থানীদের বাধার মুখে পড়ে। কিশোরীর মা, মামা-মামী গ্রামে প্রচার করতে থাকে কুষ্টিয়া থেকে এ ঘটনা ঘটেছে।

এ ঘটনার পর থেকে অভিযুক্ত আলামিন গা ঢাকা দেয়। স্থানীয়রা বলছেন, ঘটনার সাথে জড়িতেদের দৃষ্টান্ত মূলক শাস্তি হোক।

৪নং সীমান্ত ইউপি চেয়ারম্যান মঈন উদ্দিন ময়েন বলেন, গোয়ালপাড়া গ্রামে কুমারী মেয়ের পেটে বাচ্ছার বিষয়টি আমি শুনে ঘটনা স্থানে যায়। সেখানে যেয়ে দেখি বাচ্ছাটি মারা গেছে। আমি বিষয়টি জীবননগর থানা পুলিশকে বললে ঘটনা স্থানে পুলিশ ছুটে আসে। তবে এ ঘটনার সাথে যেই জড়িত থাকুক না কেন আমি তার শাস্তি চাই।

জীবননগর থানার ভারপ্রাপ্ত কর্মকর্তা (ওসি) সাইফুল ইসলাম বলেন, গোয়ালপাড়া গ্রামে কুমারী মেয়ের বাচ্ছা জন্ম দেওয়া এবং তাকে হত্যার বিষয়টি শুনেছি। এ ঘটনায় পুলিশ ঘটনা স্থানে যেয়ে বাচ্ছাটির মৃতদেহ উদ্ধার করে ময়না তদন্তের জন্য চুয়াডাঙ্গা মর্গে পাঠানো হয়েছে।

মেহেরপুরে ধর্ষণের বিরুদ্ধে মিছিলে পুলিশের বাধা

“সুস্থ সমাজের কীট ধর্ষকদের বিরুদ্ধে গর্জে ওঠো বাংলাদেশ” এই স্লোগানকে সামনে রেখে ধর্ষণের ঘটনায় জড়িতদের ফাঁসির দাবিতে বিক্ষোভ মিছিল করে। মিছিলটি মেহেরপুর পৌরসভার সামনে পৌঁছালে মেহেরপুর জেলা পুলিশের বাধায় বিক্ষোভ মিছিল টি বন্ধ করে দেয় ইসলামী যুব আন্দোলন।

মঙ্গলবার বিকালে মেহেরপুর জেলা ইসলামী আন্দোলনের সভাপতি মুফতি হুজাইফা’র নেতৃত্বে এই বিক্ষোভ মিছিলটি অনুষ্ঠিত হয়।

এসময় উপস্থিত ছিলেন ইসলামী যুব আন্দলনের সাধারণ সম্পাদক আরিফুল ইসলাম, সাংগঠনিক সম্পাদক মুফতি তরিকুল ইসলাম, সহ-সভাপতি রহমতুল্লাহ এবং ইসলামী আন্দোলনের সভাপতি অধ্যক্ষ খাদেমুল ইসলাম প্রমুখ।

বিক্ষোভ মিছিলটি মেহেরপুর কোট মোড় থেকে শুরু করে পৌরসভার দিকে আসলে মেহেরপুর জেলা পুলিশের একটি টিম বিক্ষোভ মিছিল টি বন্ধ করে দেয়। তারা জানান, অনুমতি ছাড়া এ ধরনের বিক্ষোভ মিছিল করা যাবে না।

এই বিষয়ে মেহেরপুর সদর থানার অফিসার ইনচার্জ শাহ্ দারা খান ‘মেহেরপুর প্রতিদিন’কে জানান, ইসলামী যুব আন্দোলনের মিছিলটিতে পুলিশ কোনোরকম বাধাগ্রস্থ করে নাই। তারা মিছিলটি সম্পন্ন করে চলে যায়।

আমঝুপিতে নারী নির্যাতন ও ধর্ষন প্রতিরোধে মানববন্ধন

বাংলাদেশের বিভিন্ন জেলাতে করোনাকালীন সময়ে নারী ও শিশু নির্যাতন এবং ধর্ষন বেড়ে যাওয়ায় তার প্রতিবাদে যৌথভাবে মানববন্ধন করেছে মানব উন্নয়ন কেন্দ্র মউক ও জেলা জাতীয় নারী নির্যাতন প্রতিরোধ ফোরাম।

গতকাল সোমবার সকাল ৯ টার দিকে আমঝুপি হাট সংলগ্ন মেহেরপুর চুয়াডাঙ্গা সড়কের পাশে এ মানববন্ধন কর্মসূচি পালন করা হয়। মানব বন্ধনে বিভিন্ন শ্রেনী পেশার মানুষ অংশগ্রহণ করে।

মানববন্ধনে নারী নির্যাতন ও শিশু নির্যাতন ও ধর্ষনের প্রতিবাদে মানব বন্ধনে অংশগ্রহণকারীরা বিভিন্ন স্লোগান দিয়ে ব্যানার ফেসটুন ও প্লেকার্ড বহন করে।

মানব বন্ধনের সুচনা লগ্নে সারাদেশে ধর্ষনের ঘটনা প্রতিবাদ ও প্রতিরোধে আরো কার্যকরি ব্যাবস্থা গ্রহনের দাবি জানিয়ে বক্তব্য রাখেন মউকের নির্বাহী প্রধান আশাদুজ্জামান সেলিম।

আরো পড়ুন:
নোয়াখালীতে গৃহবধূকে নির্যাতন করে ভিডিও: প্রধান আসামি বাদল গ্রেফতার

ধর্ষণের প্রতিবাদে গাংনীতে মানব বন্ধন

ছাত্রাবাসে গণধর্ষণের ঘটনায় শিক্ষার্থীদের সড়ক অবরোধ,

বিক্ষোভ

সিলেটের এমসি কলেজে ছাত্রাবাসের একটি কক্ষে গৃহবধূ ধর্ষণের ঘটনায় আন্দোলনে নেমেছেন শিক্ষার্থীরা।

শনিবার দুপুর সাড়ে ১২টার দিকে এমসি ও সরকারি কলেজের প্রায় শতাধিক শিক্ষার্থীরা কলেজের সামনে সড়ক অবরোধ করে বিক্ষোভ করেন। অপ্রীতিকর ঘটনা এড়াতে কলেজ ও ছাত্রাবাসে বিপুল সংখ্যক পুলিশ মোতায়েন করা হয়েছে।

শিক্ষার্থীর অভিযোগ করেন, করোনা পরিস্থিতিতে কলেজ বন্ধ থাকার পরেও ছাত্রাবাস কীভাকে খোলা রাখেন কলেজ কর্তৃপক্ষ? এসব অপরাধ কর্মকাণ্ডের বিষয়ে কলেজ কর্তৃপক্ষের অবগত থাকার পরেও কেন ছাত্রাবাস বন্ধ করে দেয়া হল না। আজ আমাদের ঐতিহ্যবাহী বিদ্যাপিঠে কলঙ্কের দাগ লেগেছে।

এসময় শিক্ষার্থীরা ধর্ষণের ঘটনার সাথে জড়িতদের দ্রুত গ্রেফতারের দাবি জানান। অন্যথায় তারা আরও কঠোর কর্মসূচি ঘোষণা করবেন বলে জানান।
বিডি প্রতিদিন

কুর্মিটোলায় ঢাবি ছাত্রী ধর্ষণ: চার্জ গঠন ২৬ আগস্ট

রাজধানীর কুর্মিটোলা হাসপাতাল এলাকায় ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের শিক্ষার্থী ধর্ষণের ঘটনায় দায়ের করা মামলায় গ্রেফতার মজনুর বিরুদ্ধে দেয়া অভিযোগপত্র আমলে নিয়েছেন আদালত। আগামী ২৬ আগস্ট অভিযোগ গঠনের শুনানির দিন ঠিক করা হয়েছে।

রোববার ঢাকার নারী ও শিশু নির্যাতন দমন ট্রাইব্যুনাল-৭ এর বিচারক বেগম মোসাম্মৎ কামরুন্নাহার এই আদেশ দেন।

এর আগে ১৬ মার্চ ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের শিক্ষার্থী ধর্ষণের ঘটনার

মামলায় মজনুর বিরুদ্ধে ঢাকার মুখ্য মহানগর হাকিম (সিএমএম) আদালতে অভিযোগপত্র জমা দেয় ঢাকা মহানগর গোয়েন্দা পুলিশ (ডিবি)। মামলার অভিযোগপত্রে ১৬ জনকে সাক্ষী করা হয়। ভুক্তভোগী শিক্ষার্থীর মোবাইল ফোনসহ মামলার আলামত হিসেবে ২০ ধরনের জিনিসপত্র জব্দ দেখানো হয়েছে।

পুলিশের পক্ষ থেকে আদালতকে প্রতিবেদন দিয়ে বলা হয়, গত ৫ জানুয়ারি ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের ওই ছাত্রী রাজধানীর কুর্মিটোলা বাসস্ট্যান্ড থেকে ফুটপাত দিয়ে হেঁটে গলফ ক্লাবসংলগ্ন স্থানে পৌঁছান। এ সময় আসামি মজনু তাকে তুলে নির্জন স্থানে নিয়ে গিয়ে ধর্ষণ করেন।

এ ঘটনায় ওই শিক্ষার্থীর বাবা ক্যান্টনমেন্ট থানায় মামলা করেন। পরে র্যা ব-১ অভিযান চালিয়ে মজনুকে গ্রেফতার করে।

গ্রেফতারের পর রিমান্ডে মজনু ওই শিক্ষার্থীকে ধর্ষণ করার কথা স্বীকার করে। পরে ১৬ জানুয়ারি আদালতে সে এ বিষয়ে জবানবন্দিও দেয়। পুলিশ আদালতকে প্রতিবেদন দিয়ে বলেছে, আসামি মজনু একজন অভ্যাসগত ধর্ষক (সিরিয়াল রেপিস্ট)। প্রতিবন্ধী ও ভ্রাম্যমাণ নারীদের ধর্ষণ করে আসছিল সে।

সূত্র- যুগান্তর

চুয়াডাঙ্গার তিতুদহের স্কুলছাত্রীকে ধর্ষণ, মামলা করায় ধর্ষীতার পরিবারকে হুমকি

চুয়াডাঙ্গার তিতুদহের আড়িয়া গ্রামের চকপাড়ায় বিয়ের প্রলোভন দেখিয়ে স্কুলছাত্রী নাবালিকাকে ধর্ষণের অভিযোগ উঠেছে প্রভাবশালী ঘরের ছেলে তন্ময়ের বিরুদ্ধে। ধর্ষণ এবং তাদের মধ্যকার অন্তরঙ্গ অশ্লীল কোথপোকথন মোবাইলে ভাইরাল করে দিয়েছে তন্ময়।

এঘটনায় নাবালিকার পিতা বাদি হয়ে অভিযুক্ত তন্ময় ও তার পিতার

বিরুদ্ধে মামলা দায়ের করেছেন। তবে পুলিশ ঘটনার সাথে জড়িত কাউকে এখন পর্যন্ত গ্রেফতার করতে পারেনি। এদিকে মামলা করায় ধর্ষীতার পরিবারকে নানাভাবে হুমকি ধামকি অব্যাহত রেখেছে ধর্ষকের সাঙ্গপাঙ্গরা।

জানাগেছে, চুয়াডাঙ্গা সদর উপজেলার তিতুদহ ইউনিয়নের আড়িয়া গ্রামের চকপাড়ার হতদরিদ্র পরিবারের এক নাবালিকা মেয়ের সাথে প্রেমের সম্পর্ক গড়ে তোলে একই পাড়ার প্রভাবশালী মুকুল হোসেনের ছেলে শাহিন আরেফিন তন্ময়।

নাবালিকা মেয়ে অভিযোগ করে বলেন, প্রেমের একপর্যায় তন্ময় বিয়ের মিথ্যা প্রতিশ্রুতিতে ডেকে নিয়ে তার দেহভোগ করে। প্রথম দিনের ঘটনার পর থেকে তন্ময়ের সাথে মোবাইলে নিয়মিত অন্তরঙ্গ কথাবার্তা চলতে থাকে। আমি বুঝতে পারেনি আমাদের মধ্যকার কথাবার্তা তন্ময় তার মোবাইলে রেকডিং করে রাখে। প্রথম দিনের ঘটনার পর থেকে সে এসব নেটে ছেড়ে দেবার ভয় দেখিয়ে তার কথামত চলতে বলে। আমি তন্ময়ের কথায় ভয় পেয়ে তার কথামত চলতে থাকি। আমার সাথে সম্পর্কের অবনতি দেখা দিলে তন্ময় তার মোবাইলে ধারণকৃত কথোপোকথন সাপ্তকানিক আগে বিভিন্ন জনের মোবাইলে ছেড়ে দেয়।

মেয়ের পিতা ছেলের এহনো কর্মকাণ্ডের বিষয়টি মুকুল হোসেনকে জানালে উল্ট ছেলের অপরাধ ঢেকে মেয়ের কুৎসা রটাতে থাকে। মেয়ের সর্বনাশের বিষয়টি জানতে পেরে হতদরিদ্র পিতা দিশেহারা হয়ে পড়ে এবং বিচার চেয় গ্রাম্যমাতব্বরদের দ্বারে দ্বারে ধর্ণদিতে থাকে।

শেষমেশ উপায়অন্ত না পেয়ে বুধবার মেয়ের পিতা অভিযুক্ত তন্ময়ের বিরুদ্ধে ধর্ষন ও অপরাধীকে সার্বিক ভাবে সহযোগিতা করার অপরাধে মুকল হোসেনকে আসামী করে দর্শনা থানায় মামলা দায়ের করেছেন। মামলা দায়েরের ৪ দিন অতিবাহিত হলেও পুলিশ এখনও কাউকে গ্রেফতার করতে পারেনি।

এদিকে মামলার তদন্তকারি কর্মকর্তা দর্শনা থানার তদন্ত ওসি মাহাবুর রহমান বলেন, আসামীদের গ্রেফতারে সর্বাত্নক চেষ্টা চালানো হচ্ছে। গ্রামসূত্রে জানাগেছে, অভিযুক্ত তন্ময়ের পিতা গ্রামের প্রভাবশালী ব্যাক্তি হওয়ায় তার বিরুদ্ধে কেউ মুখখুলতে সাহস পাচ্ছে না। এমন কি মেয়ের পরিবারকে নানাভাবে হুমকি ধামকি অব্যাহত রেখেছে।

চুয়াডাঙ্গায় গৃহবধুকে ধর্ষণের অভিযোগে থানায় মামলা

চুয়াডাঙ্গা শহরের শান্তিপাড়ায় এক গৃহবধুকে ধর্ষণের অভিযোগে থানায় মামলা দায়ের করা হয়েছে। গত মঙ্গলবার সকালে শান্তিপাড়ার একটি বাড়িতে এ ধর্ষণের ঘটনা ঘটে বলে মামলায় উল্লেখ করা হয়েছে। মঙ্গলবার সন্ধ্যায় চুয়াডাঙ্গা সদর থানায় মামলা দায়ের হয়েছে।

মামলার উদ্ধৃতি দিয়ে চুয়াডাঙ্গা সদর থানার অফিসার ইনচার্জ (ওসি) আবু জিহাদ মোহাম্মদ ফখরুল আলম খান জানান, মঙ্গলবার সন্ধ্যায় শহরের শান্তিপাড়ার এক গৃহবধু থানায় এসে অভিযোগ করেন যে, তাকে শান্তিপাড়ার আলমগীর হোসেনের ছেলে নাঈম হোসেন ধর্ষণ করেছে।

নাঈমের বাড়িতে এ ধর্ষণের ঘটনা ঘটে। সকাল ১০টার দিকে ওই গৃহবধু শান্তিপাড়ার রাস্তা দিয়ে যাওয়ার সময় নাঈম ও তার দুসহযোগি অপু হোসেন ও রতন আলী ওই গৃহবধুকে জোরপূর্বক নাঈমের বাড়িতে নিয়ে যায়। তারপর নাঈম তাকে ধর্ষণ করে।

ওই গৃহবধু বাড়ি ফিরে পরিবারের অন্যদের ঘটনা জানান এবং সন্ধ্যায় সদর থানায় এসে নাঈম হোসেন, অপু হোসেন ও রতন আলীকে আসামি করে নারী ও শিশু নির্যাতন দমন আইনে মামলা দায়ের করেন। মঙ্গলবার রাতেই চুয়াডাঙ্গা সদর হাসপাতালে ওই গৃহবধুর ডাক্তারি পরীক্ষা সম্পন্ন হয়।

ওসি আরো জানান, এ বিষয়ে তদন্ত চলছে। কেউ গ্রেপ্তার হয়নি। ডাক্তারি পরীক্ষার রিপোর্ট ও তদন্তের পর বিস্তারিত জানানো সম্ভব হবে।

দেশব্যাপী নারী-শিশু ধর্ষণের প্রতিবাদে ঝিনাইদহে মানববন্ধন

‘ধর্ষণসহ সকল নারী নির্যাতন প্রতিরোধে আমরা’ এ শ্লোগানকে সামনে রেখে দেশব্যাপী নারী-শিশু ধর্ষণের প্রতিবাদে ঝিনাইদহে মানববন্ধন কর্মসূচী পালিত হয়েছে।

শনিবার সকালে শহরের পায়রাচত্বরে এ কর্মসূচীর আয়োজন করে জেলা মানবাধিকার ফোরাম। এতে ব্যানার ফেস্টুন নিয়ে মানবাধিকার কর্মীসহ নানা শ্রেণী পেশার মানুষ অংশ নেয়।

এসময় বক্তব্য রাখেন, জেলা মানবাধিকার ফোরামের সভাপতি আমিনুর রহমান টুকু, সাধারণ সম্পাদক শরিফা খাতুন, সাবেক উপাধ্যক্ষ এন এম শাহজালাল, মানবাধিকার কর্মী রুবেল হোসেন, অধ্যক্ষ সুব্রত মল্লিক, সাজেদুর রহমান ফেটু, সুরাইয়া পারভীন মলি, আশরাফুন্নাহার আশাসহ অন্যান্যরা।

বক্তারা, দেশব্যাপী নারী-শিশু ধর্ষণের প্রতিবাদ জানিয়ে দোষিদের দৃষ্টান্তমুলক শাস্তির দাবী জানান। সেই সাথে নারী ও শিশু নির্যাতন প্রতিরোধে সকলকে এগিয়ে আসার আহ্বান জানান।